যায়যায়দিন

তারিখঃ ১৮/১০/২০২২ (পৃঃ ০১,০২)

খাদ্যের অপচয় নয় উৎপাদন বাড়ান

বিশ্ব খাদ্য দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

■ যাযাদি রিপোর্ট

বিশ্বে দুর্যোগের ঘনঘটার আভাস পাওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমি আবারও অনুরোধ করছি, কোনো খাদ্যের অপচয় নয়। খাদ্য উৎপাদন বাড়ান। যার যেখানে যতটুকু জমি আছে বাড়ান। সারা বিশ্বে যে দুর্যোগের ঘনঘটার আভাস আমরা পাচ্ছি, তার থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করুন। নিজের খাবার নিজেরা উৎপাদন করার চেষ্টা করবেন, যাতে পরিবেশের ওপর চাপ কমে, বাজারের ওপর চাপ কমে এবং সকলে মিলে আমরা কাজ করলে অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশে কোনো রকম আঘাত আসবে না। আমি বিশ্বাস করি সকলের প্রচেষ্টায় এটা করা সম্ভব।'

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সোমবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে তোলায় সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি, আর যত বেশি খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সেটা আমাদের অর্থনীতিতেও বিরাট অবদান রাখতে পারে। সাশ্রয়ী হোন। আমাদের সরকারি, বেসরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক জায়গা আছে। আমি মনে করি, সবজায়গায় আমরা যদি কিছু কিছু উৎপাদনের দিকে নজর দেই, তাহলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হবে না। বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ হলে, বাংলাদেশ যাতে খাদ্য জোগান দিতে পারে, সেই ব্যবস্থাটিই করতে হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'খাদ্য অপচয় বন্ধ করতে হবে। বেঁচে যাওয়া খাদ্য সংরক্ষণ করে পুনর্ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে উৎপাদিত পণ্য যাতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যায়, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমদানিনির্ভর পণ্য ভোজ্যতেল, ভুট্টা উৎপাদনে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে। কৃষকরা ভোজ্যতেল উৎপাদনে উদ্যোগী হলে, এটা আমদানি করতে হবে না।'

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে, আমার কালচারের সঙ্গে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকোনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। আমিও এটা বিশ্বাস ● পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

খাদ্যের অপচয় নয়, উৎপাদন বাড়ান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করি যে, আমাদের মাটি ও মানুষ- এটাই আমাদের লক্ষ্য।'

করোনাভাইরাস-পরবর্তী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞায় পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হয়ে গেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যেসব এলাকায় খাদ্য উৎপাদন হতো, অনেক জায়গা উৎপাদন হয়নি। সার-খাদ্য উৎপাদন ও পরিবহণের ক্ষেত্রে বিরাট আঘাত এসেছে। উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশে, আমাদের ব্যবস্থা আগ থেকে নিতে হবে। এটা আমি বারবার বলে যাচ্ছি, আমাদের তা করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের প্রথম কথা ছিল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে পুষ্টির নিশ্চয়তা দেওয়া। কারণ পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য অপরিহার্য। ক্ষুধা নিবারণের জন্যই শুধু খাদ্য না। সুষম খাদ্য মানুষ যাতে গ্রহণ করে, সেই ব্যাপারে আরও বেশি সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সেই সঙ্গে খাদ্য একটি মানুষের শরীরে পুষ্টি দেয়। পুষ্টিকর খাদ্য খেলে তার মেধা বৃদ্ধি পায় এবং মেধা বিকাশের সুযোগ পায়, কর্মশক্তি বাড়ায়। সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। আজকে আমরা শুধু খাদ্য নিরাপত্তাই নিশ্চিত করিনি, সুষম খাদ্য ও আমিষ জাতীয় খাবার নিশ্চিতের কারণে মানুষের আয়ুষ্কালও বেড়েছে। অনেক ধরনের রোগের হাত থেকে মানুষ রেহাই পাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যা দেবতা যেন অন্যদিকে না যায় সে জন্য কৃষি উপকরণ কার্ড আমরা কৃষকদের দিয়েছি। ২ কোটি কৃষক এই উপকরণ কার্ড পেয়েছে। কৃষকের ভর্তুকির টাকা যাতে তার ব্যাংকে সরাসরি চলে যায় আমরা সে ব্যবস্থাও নিয়েছি। মাত্র ১০ টাকায় তারা যেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছিলাম। আমরা শুরু করেছিলাম কুড়িগ্রাম থেকে। কারণ ওইসব এলাকাই ছিল সবচেয়ে দুর্ভিক্ষপূর্ণ এলাকা। সেখানেই কৃষকরা প্রথম ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলে।'

প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'নিজের দেশ, গ্রাম, মাটি- তাকে ভুলে যাবেন না। সেদিকে একটু নজর দেন। নিজের যদি কোনো পতিত জমি থাকে, তাহলে সেটাও চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। তাহলে দেখবেন আমাদের দেশ কখনো পিছিয়ে থাকবে না।'

গবেষকদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা চাই দেশের মানুষের আরও উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পাক। তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ হোক, কর্মক্ষমতা বাড়ুক। এটা যত বেশি করতে পারব, তত দ্রুত দেশ উন্নত হবে। খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা মানুষের অধিকার। সেই সঙ্গে দেশ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করা মানুষের কর্তব্য।'

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব খাদ্য দিবস এবং কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।